কালের কণ্ঠ

তারিখ . 29. FEB. 2016. ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩ ... .

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল ▷

কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা : বিশাল আনন্দ, কিছু আক্ষেপ!

এত সুন্দর একটি পে স্কেল পেয়েও হাতে গোনা কিছু কর্মকর্তা বা বিশেষ কয়েকটি ক্যাডার ছাড়া বাকিরা কেন সন্তুষ্ট হননি সেটি কি সরকার ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা মনে করবে না? নাকি বিশেষ কোনো মহলকে সন্তুষ্ট করতেই সরকারের এমন ভূমিকা? আমরা চাই মেধাবীরা তাঁদের পছন্দের পেশায় এসে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দেশসেবায় এগিয়ে আসবে

২০১৫ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বেশ সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান' অনুষ্ঠান। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শীর্ষস্থান অর্জনকারী বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের ১৬৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এমন অনুষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীর জীবনে বহু প্রতীক্ষিত। কারণ এর মাধ্যমে মেলে শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ১৬৬ জন স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের, তাদের গর্বিত অভিভাবকদের!

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এই ১৬৬ জনের প্রায় সবারই বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার। হাতে গোনা কয়েকজনের হয়তো স্বপ্ন ছিল অন্য কোনো পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে দেশসেবায় ভূমিকা রাখা। বাস্তবেও তা-ই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মেধাবীদেরই শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন থাকে। না পারলে ইচ্ছা থাকে অন্য কোনো গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার। কিন্তু এই মেধাবীরা কী ভাবছে বা করছে? অনেকেই হয়তো এরই মধ্যে শিক্ষকতায় এসে গেছে, কেউ কেউ হয়তো অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বর্তমান বেতন স্কেল নিয়ে যে ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হয় দেশের সব চাকরিপ্রত্যাশীর পাশাপাশি এই স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরাও দিশাহারা! কারণ হিসেবে বলা যায়, তাদের পছন্দের পেশাগুলো যে এখন 'সম্মান' বা মর্যাদার দিক থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে বা অবনমিত করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের মর্যাদা ফিরে পেতে ক্লাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন। প্রকৃচিসহ ২৬টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা আন্দোলন করছেন বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে। নন-ক্যাডারে যোগদানকারীদের চাকরির শুরুতেই এক গ্রেড নিচে যোগদান করার বিষয়টি মনে হয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে! ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই মেধাবীরা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে গেলে ক্যাডার সার্ভিসের থেকে এক গ্রেড নিচের অবস্থানে চাকরি করতে হবে। অন্যথায় তাদের চেষ্টা করতে হবে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি নিতে। এতে করে কি মেধাবীদের শিক্ষা ও গবেষণায় আসতে বাধ্যতামূলকভাবে নিরুৎসাহ করা হচ্ছে না?

বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির বয়স বাড়িয়েছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এর পেছনেও যুক্তি ছিল। শিক্ষা ও গবেষণায়ই মেধাবীদের অধিক আগ্রহ থাকার কথা ছিল। অথচ আজ কিনা হবে তার উল্টোটা! এমনটি কি কারো কাছে কাম্য? গবেষক ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন—এটি মনে হয় কেউই অস্বীকার করবে না। স্বাধীনতার সময় সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না, সেখানে আজ ১৬ কোটির অধিক মানুষের বাংলাদেশ অনেকাংশেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ, সর্বত্র বিস্তার ঘটেছে রাস্তাঘাট, চিকিৎসার। সার্বিকভাবে বলা যায়, এগুলো সবই স্বাধীনতাপরবর্তী সরকারগুলোর ইচ্ছা-আন্তরিকতা ও ধারাবাহিকতার ফসল। অথচ কোথায় যেন একটি গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যে পে স্কেল ছিল বহুল প্রত্যাশিত, সেই অষ্টম বেতন স্কেল নিয়ে কেন মনে হচ্ছে এক ষড়যন্ত্র চলছে। বেতন-ভাতাদি দ্বিগুণ হওয়ায় যেখানে অনেক খুশি হওয়ার কথা ছিল তার পরিবর্তে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে বঞ্চনা ও হতাশা। ফলে অস্থির হয়ে উঠছে সব পর্যায়ের সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত অফিস বা দপ্তরগুলো। যে শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা ঈর্ষণীয়, সেখানেই অস্থিরতা সর্বোচ্চ! সব পর্যায়ের শিক্ষকদের আজ ক্লাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ সমাবেশে সময় কাটাতে হচ্ছে। তাঁদের সবারই দাবি মর্যাদা রক্ষার। সরকারের পক্ষ থেকে এত সুন্দর একটি পে স্কেল পেয়েও হাতে গোনা কিছু কর্মকর্তা বা বিশেষ কয়েকটি ক্যাডার ছাড়া বাকিরা কেন সন্তুষ্ট হননি সেটি কি সরকার ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা মনে করবে না? নাকি বিশেষ কোনো মহলকে সন্তুষ্ট করতেই সরকারের এমন ভূমিকা? তবে আমরা চাই মেধাবীরা তাঁদের পছন্দের পেশায় এসে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দেশসেবায় এগিয়ে আসবে, তাদের শ্রম-মেধার মিলনে দেশকে নিয়ে যাবে উন্নতির দিকে। এই সুযোগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। অন্যথায়, মেধাবীরা এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে দ্বিধা করবে না। কিংবা সবাই চেষ্টা করবে জাঁদরেল আমলা হতে, যেখানে অর্থবিত্ত-ক্ষমতা-আরাম-আয়েশ সব কিছুর নিশ্চয়তা থাকবে, সরকারগুলোও তাঁদের কথা শুনবে বা মানবে। এতে ক্রমেই শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে যাবে মেধাশূন্য, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে দেশের সার্বিক টেকসই উন্নয়নে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
iqbal21155@bau.edu.bd